যুগান্তর

তারিখ 29 MAY 2017
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

শেকৃবির ছাত্র রাজনীতি

সক্রিয় ছাত্রদল কমিটি নেই ছাত্রলীগে

মাহসাব রুনি

৬৩ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি পেয়ে চাঙ্গা হচ্ছে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (শেকৃবি) শাখা ছাত্রদল। জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ছাত্রদলের বিভিন্ন ইউনিট গুছিয়ে আনার প্রক্রিয়ারই অংশ হিসেবে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত শেকৃবি শাখা ছাত্রদলের কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের নেতারা। ১৫ মে শফিকুর রহমান নোবেলকে সভাপতি ও মুনতাকিম-উদ-দৌলা মাসুম মার্শালকে সাধারণ সম্পাদক, ১৪ জন সহসভাপতি, ১৫ জন যুগ্ম সম্পাদক, সদস্য ৩ জনসহ ৬৩ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন করে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি। তবে নিজেদের নিরাপত্তা ও কাজের স্বার্থে ওই কমিটির সব সদস্যের নাম প্রকাশ করেনি নেতারা। এদিকে পূর্ণাঙ্গ কমিটি পেয়ে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছেন ইউনিটের নেতাকর্মীরা। কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদধারীরা ছাড়া প্রায় সবাই আবাসিক হলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে মেসে থেকে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। কমিটির একজন সহসভাপতি নাম না প্রকাশের শর্তে যুগান্তরকে বলেন, আমরা খালেদা জিয়ার ভ্যানগার্ড। দেশনেত্রীর নির্দেশেই আমরা আবার সক্রিয় হচ্ছি। এ কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কয়েকজন নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে তাদের মোবাইল ফোনে পাওয়া যায়নি। তবে সবাই ফেসবুকে সক্রিয় রয়েছেন। নিয়মিত প্রোগ্রাম ও মোটরসাইকেল শোভাযাত্রার ছবি প্রকাশ করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে বিএনপি জোটের অন্যতম শরিক জামায়াতের ছাত্র সংগঠন শিবিরের কার্যক্রম গত জাতীয় নির্বাচনের আগে পুরোপুরি বন্ধ ছিল। তবে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে তারা আবার গোপনে নিজেদের শক্তিশালী করছে। ২০১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি আবাসিক হলে ছাত্রলীগের (নাজমুল-দেবাশীষ কমিটির অধীন) কমিটি ঘোষণা হওয়ার পর দেখা যায়, তিনটি কমিটিতেই ছাত্রদল ও শিবিরকর্মীদের পদায়ন করা হয়েছে। এ নিয়ে তখন ব্যাপক বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে একটি হল কমিটি বিলুপ্ত করতে বাধ্য হয় ছাত্রলীগ।

অপরদিকে শেকৃবি শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক অবস্থা ভেঙে পড়েছে। এ ইউনিটের নিয়মিত কমিটি নেই কয়েক বছর ধরে। সংগঠন সূত্রে জানা যায়, ২০১৩ সালে নাজমুল হক ও দেবাশীষ দাসকে নেতৃত্বে এনে ১০ সদস্যের কমিটি দেয় তৎকালীন (সোহাগ-নাজমুল) কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। এরপর গত চার বছরে এ কমিটিতে ভর করেই এগিয়ে গেছে ছাত্রলীগ। এর মধ্যে হল দখল, মাদক ব্যবসা, অস্ত্র মহড়া, সাংবাদিক নির্যাতন, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ নানা অপকর্মের জন্য বারবার খবরে এসেছে শেকৃবি শাখা ছাত্রলীগ। সর্বশেষ ১৪ জুন টেন্ডার ভাগাভাগি নিয়ে সভাপতি-সম্পাদকের মধ্যে মারামারির জেরে কমিটি স্থগিত করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ।

শেকৃবি শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে সেখানে ছাত্রলীগের ৫টি গ্রুপ। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সম্পাদকের অনুসারীদের চারটি গ্রুপ, আরেকটি উত্তরবঙ্গ গ্রুপ। এগুলোর মধ্যে আবার কয়েকটি সাব-গ্রুপ রয়েছে, যাদের অনেকে ছাত্রলীগের ব্যানারে ক্যাম্পাসে চাকরিপ্রত্যাশী। অন্যদিকে ছাত্রলীগের মধ্যে এমন অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে নিয়োগসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মতে, নতুন নেতৃত্ব এলেই ছাত্রলীগের এমন দলীয় কোন্দলের অবসান হয়ে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে।